DBODAML BC.18/14/01.001/2002-03 আগস্ট ১৬, ২০০২

প্রতি
সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের চীফ এক্সিকিউটিভগণ

মাননীয় মহাশয়,

'আপনার গ্রাহককে জানুন'-এর নির্দেশিকা ও 'নগদ লেনদেন' এর গাইড লাইন

'আপনার গ্রাহককে জানুন' (কে-ওয়াই-সি)-এর নীতিসমূহের অংশ হিসাবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক বিনিয়োগকারীদের সনাক্ত করতে একটি পৃথক গাইড লাইন প্রকাশ করে ব্যাংকগুলিকে নির্দেশ দিচ্ছে যে অর্থনৈতিক প্রতারণা নিয়ন্ত্রণ,ঋণ প্রদান ও তদ্বিষয়ক সন্দেহজনক কার্যকারীতা সণাক্তকরণ বৃহৎ ট্রানজ্যাকশন সমূহের পুনঃ সমীক্ষার সাহায্যাথে বিষয়গুলিকে

ব্যাংকের কর্মসূচীতে স্থান দিতে।ইতি পূর্বেই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যাংকগুলিকে কোন নতুন উপভোক্তার অ্যাকাউন্ট খোলার বিষয় সতর্ক হতে বলা হয়েছে ব্যাংকিং ব্যবস্থার অব্যবহার প্রতিরোধে তথা অপরাধমূলক প্রতারণা নিয়ন্ত্রণের জন্য।এ বিষয়ে পূর্ববর্তী সারকুলার গুলির মূলকথাগুলিকে বর্তমান সংযোজনীটির রেফারেন্স হিসাবে নথীভুক্ত করা হয়েছে।দেশীয় বা আন্তঃর্জাতিক যে কোন ক্ষেত্রেই সদ্য খোলা অ্যাকাউন্টগুলির উপর এই আগে থেকে দেয়া কে-ওয়াই-সি এবং ক্যাশ ট্রানজাকশনের নির্দেশগুলি দৃঢ় ভাবে প্রয়োজনে পুন:কার্যকারী করতে হবে।

অপরাধমূলক কার্যাবলী (ডিপোজিট এবং বোরোয়াল উভয় ক্ষেত্রেই) এবং জঙ্গী হানামূলক কার্যে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যবহৃত ফান্ডগুলির ট্রান্সফার ও ডিপোজিটের কাজে ব্যাংক গুলির অনিচ্ছাকৃত ভাবে
জড়িয়ে পড়া রুখতেই আমরা আমাদের পূর্ববর্তী নির্দেশগুলি পুনরায় বলবৎ করেছি।প্রদত্ত গাইড লাইনটি ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্টস/ট্রানজ্যাকশনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে।

২। নতুন অ্যাকাউন্টের জন্য 'আপনার গ্রাহককে জানুন' (কে-ওয়াই-সি)-র গাইডলাইন সমূহ

নিম্নলিখিত কে-ওয়াই-সি গাইড লাইন গুলি সকল প্রকার নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার কাজে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে।

২.১। কে-ওয়াই-সি পলিসি

(১) কোন একক বা যৌথ অ্যাকাউন্ট খোলার সময় 'আপনার গ্রাহককে জানুন' (কে-ওয়াই-সি) নিয়মটি, ঐ ব্যাপারে সণাক্তকরণের মূল চাবি কাঠি হিসাবে কাজ করবে।এই উপভোক্তা সণাক্তকরনের ব্যাপারটি ব্যাংকের কোন অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের রেফারেন্স অথবা ব্যাংকের পরিচিত কোন ব্যক্তির রেফারেন্স অথবা উপভোক্তার নিজস্ব দেওয়া পরিচয় পত্রের ভিত্তিতে পূঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের ভিত্তিতে স্থির করতে হবে।

(২) একক বা কর্পোরেট গত ভাবে কোন অ্যাকাউন্ট খোলার সময় এই সনাক্তকরণ বিষয়টি যাতে যথাযথ ভাবে পালিত হয় তার জন্য ব্যাংকগুলির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে ব্যপক দায়িত্ব নিতে হবে এবং বিভিন্ন ট্রানজাকশনের উপর নজর রাখা যায়।

২.২ উপভোক্তা সণাক্তকরণ

(১) এই কে-ওয়াই-সি কাঠামো টিকে দুটি ভাগে ভাগ করতে হবে- (ক)সঠিক উপভোক্তা সনাক্তকরণের নিশ্চয়তা, (খ)সন্দেহজনক ট্রানজাকশনের উপর নজরদারি। প্রতেক নতুন উপভোক্তার ক্ষেত্রে তাদের দেওয়া সকল পরিচয় পত্র এবং এ সম্বন্ধীয় আইনগত তথ্য প্রয়োজনানুসারে ব্যাংক সংগ্রহ করবে।পরিচয় পত্র হিসাবে সাধারণত পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রভৃতি গন্য করা হবে। এ ধরনের কোন পরিচয় পত্র না থাকলে

ব্যাংকের কোন অ্যাকাউন্ট হোল্ডার দ্বারা ব্যক্তির সনাক্তকরণ অথবা ব্যাংকের পরিচিত কোন ব্যক্তির দ্বারা নিযুক্তকরণ গ্রহণ যোগ্য হবে। জনগনকে বোঝাতে হবে এ সমস্ত ব্যবস্থাগুলি তাদের ব্যাংকিং পরিষেবায় কোন রকম ব্যাঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আরোপিত হচ্ছে না।

(২) আপনাদের অবগত করানোর উদ্দেশ্যে এ প্রসঙ্গে আই-বি-এ দ্বারা নিযুক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপকৃত ভারতের ব্যাংকের জন্য হাওলা প্রতিরোধী নিয়ম-এর একটি বিবৃতির উল্লেখ করা যায়। আই-বি-এ ওয়ার্কিং গ্রুপ-কে-ওয়াই-সি নিয়ম গুলিকে ফলপ্রসূ করতে পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছে অ্যান্টি মানি লেন্ডিংকে লক্ষ্য (ফোকাস) করে।

৩। **ব্যাংকের বর্তমান উপভোক্তা গনের ক্ষেত্রে ('আপনার গ্রাহকক জানুন') পদ্ধতি**

সংযোজনীতে বর্ণিত অমাদের নির্দেশাবলী অনুসারে ব্যাংকগুলিকে তাদের বর্তমান উপভোক্তাদের কোন হিসাব খোলাবার সময় (কে-ওয়াই-সি)এর নিয়ম গুলির যথাযথ অধ্যাবসায়ের সাথে পালন করতে হবে। যদি কোন কারনে ইতিমধ্যে কোন উপভোক্তা সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কে-ওয়াই-সিনিয়ম গুলি মান্য করা না হয়ে থাকে তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা মান্য করতে হবে।

৪। **নগদ লেনদেনের উর্দ্ধ সীমা ও তার নিয়ন্ত্রণ**

নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্নিত বিষয়গুলির উপর বাধ্যবাধকতা এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশাবলী নম্নে বর্নিত হল-

(১) ব্যাংক শুধুমাএ ডেবিট হিসাব উপভোক্তার হিসাবে ট্রাভেলার চেক, ডিম্যান্ডড্রাফট, মেল ট্রান্সফার,টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে পঞ্চাশ হাজার বা তার বেশি টাকা ইস্যু করতে পারে, প্রয়োজনে চেক্ দ্বারাও কিন্তু নগদ হিসাবে কখনই নয়।(সারকুলার DBOD.BP.BC. 114/C.469 (81)-91 ১৯শে এপ্রিল,১৯৯১)। এসব আবেদনকারী ব্যাংকের উপভোক্তা হোক বা না হোক লেনদেনগত অর্থের পরিমান ১০০০টাকার বেশি হলে আবেদনকারীর পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নাম্বার (ইনকাম ট্যাক্স) আবেদনপত্রের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে (সারকুলার DBOD.BP.BC. 92/C469-76১২ই আগষ্ট ১৯৭৬)। পঞ্চাশ হাজার বা তার বেশি টাকার ডিম্যান্ড ড্রাফট প্রভৃতি ডেবিট হিসাবের ইস্যুর ক্ষেত্রে কে-ওয়াই-সি উপভোক্তার পরিচয় সম্মন্ধে যথাযথ ভাবে নিশ্চিত হতে চাইছে, তাই পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি লেনদেনের ক্ষেত্রে প্যান নম্বর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

(২) দশ লক্ষ বা তার বেশি টাকা ডিপোজিট, ক্যাশ-ক্রেডিট বা ওভারড্রাফট অ্যাকাউন্ট ডপোজিট এবং উইথড্রল এর ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলিকে সর্তক দৃষ্টি রাখতে বলা হচ্ছে এবং একটি পৃথক রেজিস্টারে এই সমস্ত বড় আকারের লেনদেন গুলির রের্কড রাখতে বলা হচ্ছে (সারকুলার DBOD.BP.BC. 57/21.01.001/95 ৪ঠা মে ১৯৯৫)।

(৩) ব্যাংকের শাখা গুলিকে তাদের কন্ট্রোলিং অফিস গুলিতে সকল সন্দেহজনক লেনদেন এবং নগদ দশ লক্ষ বা তার বেশি টাকার ডিপোজিট বা উইথড্রল সম্পর্কিত বিষয়ে যাবতীয় তথ্য পনের দিনের মধ্যে জানাতে বলা হচ্ছে।পাশাপাশি,কন্ট্রোলি,অফিস গুলোকেও সন্দেহ জনক লেনদেন গুলি সম্বন্ধে তাদের হেডঅফিসকে জানাতে বলা হচ্ছে (সারকুলার DBOD.BP.BC.101/21.01.001/95 ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) ব্রাঞ্চের সদ্য কম্পিউটারাইজেশন এই সমস্ত রিপোর্টের সক্ষযলসঢ় ফনশনক্ষতঢ়ভষশএর সুবিধা প্রাপ্ত হবে।

৫। **রিস্কম্যানেজমেন্ট এবং মনিটরিং পদ্ধতি**

বেআইনী এবং জাতীয়তা বিরোধী কর্মকান্ডে ব্যাঙ্কিং চ্যানেলের অপ:ব্যবহার প্রতিরোধে বোডের নিম্ন লিখিত কর্মসূচী গুলি গ্রহন করা প্রয়োজন।

৫.১ ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম

বর্তমান এনং প্রত্যাশিত দুধরনের অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত কে-ওয়াই-সিপোগ্রামের উপর মন্তব্য এবং সমস্যা গুলিকে, এই কর্মসূচী এবং পদ্ধতিকে সফল করতে পরিষ্কার ভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় জানানো দায়িত্ব এবং কর্তব্য। ব্রাঞ্চ স্তরের ব্যাংকগুলির এই কর্মসূচী এবং পদ্ধতির প্রতি দৃঢ় আনুগত্য ব্যাংকগুলির নিয়ন্ত্রক অফিস ক্রমশ অর্জন করে নেবে।

৫.২ টেররিজম ফাইন্যান্স

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক, ব্যাংকগুলির কাছে ভারত সরকারের বদান্যতায় প্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদীদের একটি তালিকা প্রদান করেছে। সুতরাং কোন ব্যক্তি বা সংস্থার সঙ্গে উক্ত তালিকার অন্তর্ভূক্ত কোন ব্যক্তির প্রত্যাশিত বা বর্তমান কোন ব্যবসায়িক সম্পর্ক দেখা যায় যাতে ঐ ব্যক্তিকে ব্যাংকগুলি সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করতে পারে তবে সরকারের সাথে আলোচনা করতে হবে।

৫.৩ ইন্টারনাল অডিট / ইন্সপেকশন

(১) ব্যাংকগুলি নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে বড় ধরনের লেনদেন গুলি রেগুলার বেসিসে ইন্টারনাল ভাবে অডিট করবে।

(২) ব্রাঞ্চগুলির কে-ওয়াই-সি নিয়ম প্রয়োগ এবং অর্থ অপব্যবহার প্রতিরোধের বিষয়ে সক্রিয়তার উপর একই সময়ে/ইন্টারন্যাল আডিটরেরা বিশেষ ভাবে সচেতন হবেন এবং মন্তব্য করবেন।এই সমস্ত অভিযোগগুলি বোর্ড অফ ব্যাংকের বাৎসরিক -কোয়ার্টারলি আডিট কমিটির সামনে পাশ করতে হবে।আমাদের সারকুলারস (DBOD. NO BP.3/21.03.038/2000 14 ই জুলাই ২০০০ বিষয়টিকে রিভিউয়ের তালিকার অন্তর্ভূক্ত করতে বলা হচ্ছে।

৫.৪ সন্দেহজনক ট্রানজ্যাকশনের সনাক্তকরণ এবং রিপোর্টিং

সন্দেহজনক ট্রানজ্যাকশনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং ঐ নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টকে বন্ধের বাপারে এবং এসম্বন্ধে ব্রাঞ্চ ও কন্ট্রোলিং অফিসগুলির যথাক্রমে কন্ট্রোলিং অফিস ও হেড অফিসকে অবগত করনের বিষয়ে ব্যাংকগুলিকে সুনিশ্চিত হবে।ঘটনাটা স্পর্শকাতর হলেও বলতে হচ্ছে যে উপরিউক্তবিষয়টি সম্বন্ধে বোর্ডের অডিট কমিটি বা ডাইরেক্টর অফ বোর্ডকে কোয়ার্টারলি রিপোর্ট করতে হবে।

৫.৫ ফরেন কন্ট্রিবিউসন রেগুলেশন অ্যাক্ট, (এফ-সি-আর-এ) ১৯৭৬এর প্রতি আনুগত্য

(১) ফরেন কন্ট্রিবিউসন রেগুলেশন অ্যাক্ট,১৯৭৬এর প্রতি আনুগত্যানরসারে ব্যাংকগুলিকে শুধু মাত্র ভারত সরকারের আইনানুযায়ী স্বীকৃত সংস্থাগুলিরই অ্যাকাউন্টস খুলতে বা চেক গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে।এই অ্যাকাউন্ট খোলা বা চেক গ্রহনের সময় তারা যে ভারত সরকারের স্বীকৃত যে বিষয়ে একটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে বলা হচ্ছে।

(২) ব্যান হওয়া এবং অস্বীকৃত সংস্থাগুলি সম্পর্কে ব্যাংকের ব্রাঞ্চগুলিকে, অ্যাকাউন্ট খুলতে বিরত হতে এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৬। **রেকর্ড নিয়ন্ত্রণ**

প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক আইন এবং নিয়মের সন্মুখীন হবার জন্য অর্থনৈতিক মধ্যস্ততাকারী সংস্থাগুলিকে তাদের উপভোক্তা সম্পর্ক এবং ট্রানজ্যাকশনের সকল তথ্য প্রস্তুত ও রক্ষাকরতে বলা হচ্ছে,যাতে ভবিষ্যতে তাদের কোনরকম অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে না হয়।বৈদুতিন ট্রন্সফার ট্রানজ্যাকশনের ক্ষেত্রেও ইলেকট্রনিক পেমেন্ট এবং ম্যাসেজগুলিকে একই ভাবে ঐ অ্যাকিউন্টের গ্রহনযোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ রক্ষা করতে হবে।

অর্থনৈতিক ট্রানজ্যাকশনের হয়ে যাবার পর কমপক্ষে পাঁচ বছর পর্যন্ত অডিটের সময় পর্যবেক্ষন এবং স্ক্রুটিনির জন্য এবং অপ্রয়োজনে গ্রহণযোগ্য করে রাখতে হবে।

৭। **স্টাফ ম্যানেজমেন্টের ট্রেনিং**

এটা সমস্যামূলক যে অনেক অপারেটিং এবং ম্যানেজমেন্টের স্টফই কে-ওয়াই-সি নিয়ম যথাযথ পালনের গুরুত্ব বুঝতে পারবে না।সুতরাং ট্রেনিং প্রোগ্রাম গ্রহণের মাধ্যমে সব ইন্টিটিউটগুলি৮ অবশ্যই নতাদের স্টফদের উপযুক্ত ট্রেইন্ড করে তুলবে।এবং তারা তাদের উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের সঙ্গে,অ্যান্টিমানিলেন্ডারিং নির্দেশাবলীর ব্যাপারে নিজেদের ভূমিকা ও কর্তব্য বিষয়ে বুঝতে পারবে যাতে কে-ওয়াই-সি কর্মসূচীর সঠিক রূপায়ন সম্ভব হয়।

৮। ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যাক্ট,১৯৪৯এর ধারা 35(A)এর আধীনে এই নির্দেশাবলী ইস্য হচ্ছে যার কোন রকম লঙ্ঘন নির্দিষ্ট আইন অনুসারে শাস্তিমূলক বলে গন্য হবে। ব্যাংকগুলিকে তাদের ব্রাঞ্চ এবং কন্ট্রোলিং অফিস গুলিতে এই নির্দেশাবলী পাঠিয়া দিতে বলা হচ্ছে।

৯। এই বিভিন্ন তথ্য সম্বন্বিত সারকুলারের নির্দেশাবলী সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তা সারকুলার প্রাপ্তির তারিখের একমাসের মধ্যে চীফ জেনারেল ম্যানেজার,অ্যান্টিমানি লেন্ডারিং সেল,ডিপার্টমেন্ট অফ ব্যাংকিং অপারেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট,রিজার্ভ ব্যাংক আফ ইন্ডিয়া,সেন্ট্রাল অফিস,সেন্টার-১,ওয়ান্ড ট্রেড সেন্টার, ক্যাফে প্যারড ,মুম্বাই ৪০০০০৫,এ জানাতে বলা হচ্ছে।উপরিউক্ত নির্দেশাবলী সম্বন্ধিত সারকুলারটি জারি হবার পর ছয় মাস বাদে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংকারদের সঙ্গে এর রিভিউ বিষয়ক একটি মিটিং এ বসবে এবং তারপর একটি মাস্টার সারকুলার জারি করা হবে।

১০। অনুগ্রহ করে প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

ইতি ভবদীয়

(সি আর মুরলীধরন)
চিফ জানারেল ম্যানেজার

সংযোজন : ৫টি পাতা